অশোক সঙ্গীত

কামিনী রায় প্রণীত।

প্রকাশক
শ্রীসুধীরকুমার সেন, বি, এ

কলিকাতা
ইংরাজী ১৯১৪।

প্রকাশকের নিবেদন।

অশোক-সঙ্গীত শোকার্ত্ত হৃদয় হইতে উত্থিত। যাহা ব্যক্তি বিশেষের নিতান্তই নিজের কথা, তাহা সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত করিতে রচয়িত্রী সঙ্কুচিত হইতেছিলেন। কিন্তু সদৃশ অবস্থায় অপরেও ইহাতে নিজ নিজ হৃদয়ের প্রতিধ্বনি পাইয়া কিঞ্চিৎ প্রীতি ও সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন, এই কথা শুনিয়া ইহা প্রকাশ করিতে দিয়াছেন।

৯৮ নং বেলতলা রোড,
কালীঘাট,
কলিকাতা, ১৬ই মে, ১৯১৪।

শ্রীসুধীরকুমার সেন।

বর্ণানুক্রমিক সূচি।



অশোক সঙ্গীত

হে অনাদি, হে অনন্ত, হারায়ে সন্তান
বিশ্ব হেরি মাতৃহীন। শিশু বুকে ধরি,
জননী কি স্বপ্নাবেশে নিজে দেয় ভরি
মাতৃস্নেহে মহাবিশ্ব? স্নেহসিক্ত প্রাণ,
একটি প্রদীপ যেন, একটি সে গান,
আপনি কি নয় ব্যক্ত আলোকিত করি
যা থাকে আঁধারে লুপ্ত? ব্রহ্মাণ্ড আবরি
একি চিতাধূম তবে দেখায় শ্মশান?

নিষ্ঠুর সৌন্দর্য্য আজ মুখে প্রকৃতির,
মমতাবিহীন হাস, উপহাস তার,
দ্বিগুণ ব্যথায় ভরে ব্যথিত হৃদয়;
শোকার্ত্ত ধূলায় যবে ঢালে অশ্রুনীর
কোথায় বহিছে ধারা সম-বেদনার,
ওহে বিশ্বরূপ দেব, ওহে সর্ব্বময়?

(২)

জানি প্রভু, দাবী মোর কিছুতেই নাই ;
যা' কিছু আমার ভাবি, তোমারি সে দান,
অযোগ্যেরে অযাচিত। তুমি শক্তিমান্
দিতে পার, নিতে পার ;—দিয়াছিলে তাই
অতুল সৌভাগ্য মম। তবু দুঃখ পাই
কেড়ে নিলে বলে' মোর,—হে ঐশ্বর্য্যবান্,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান তব—প্রাণের সন্তান।
কেড়ে লবে ছিল মনে, দিলে কি বৃথাই ?

কেন এ আঁধার বক্ষঃ উজলি আশায়,
ভরালে শোকের গেহ বালকণ্ঠগীতে,
কোলে মোর মূর্ত্তিমান্ দেখালে কল্যাণ—
কৃতজ্ঞতা প্রকাশিতে পারকি ভাষায় ?
জীবনে জানাব তাহা—আহা আচম্বিতে
ভাঙ্গিলে আনন্দ স্বপ্ন হানি মৃত্যু বাণ।

৩০।৭।১৩

(৩)

সে যখন চলে গেল, তখন জাগিয়া
কহিল হৃদয় মোরে,—"দুদিনের তরে
এসেছিল, রে দুঃখিনি, তোর ভাঙ্গা ঘরে
দেবতা সে। দেখেও কি দেখনি চাহিয়া
তার সেই অপার্থিব প্রেমে ভরা হিয়া?
দেছে, কভু চাহে নাই; দুটি বাহু-করে
রেখেছে সেবায় রত; দেখনি অধরে
ছিল কি যে প্রীতি ক্ষমা আনন্দে মিশিয়া?

পুষ্প-জন্ম দুদিনের; সৌন্দর্য্যে সৌরভে
সে ছিল পুষ্পের জ্ঞাতি; বহুদিন তাই
নারিলে রাখিতে তারে। আছিল সে ভাই
মহাপ্রাণ সাধুদের, ত্যাগের গৌরবে।
তোমার নিজস্ব বলি, করি অর্ঘ্যদান
তুমি দেব-অতিথির করনি সম্মান।

৪।৮।১৩

(৪)

একবার ফিরে আয়, স্বপ্নের মতন,
বারেক শুনায়েযারে মধুমাখা স্বর,
বলেযারে একবার, যত অনাদর,
যত কিছু দেখাইত যেন অযতন,—
ওরে কাঙ্গালিনী মার অমূল্য রতন,
সে তাহার অতি যত্ন,—উদার অন্তর
করে নাই ক্ষুব্ধ তব। আজ ক্ষমা কর
জ্ঞানে কি অজ্ঞানে কৃত ত্রুটি অগণন।

ভিক্ষুকী কুড়ায়ে পেলে অমূল্য মাণিক
রাখে সে মলিন জীর্ণ নিজ বস্ত্রাঞ্চলে
বাঁধি তাহা। স্বর্ণময় মুকুটের মাঝে
রাখিত হলে সে রাণী। তাই হ'ত ঠিক।
সমুজ্জ্বল মুক্তাহার তারি মধ্যস্থলে,
কঙ্কণে বলয়ে কিবা, রাখা তারে সাজে।

(৫)

ভাল শিক্ষা প্রভু মোরে দিয়াছ হে আজ,
ভুলেছিনু সে আছিল তোমারি সন্তান,
ধাত্রী আমি পালিয়াছি, করি প্রিয়জ্ঞান
আপন জীবন হ'তে,—সেই ছিল কাজ।
ভুলি দীনতার দুঃখ, হীনতার লাজ,
দুগ্ধফেন সুকোমল শয্যায় শয়ান,
আনন্দে চুম্বন করি শিশুর বয়ান,
"আমারি এ" বলেছিনু বুঝি, মহারাজ?
অলক্ষ্যে নিভৃত চিন্তা শুনেছিলে, নাথ,
দেখেছিলে দরিদ্রের বৃথা অহঙ্কার,
তাই তার শিরে তব রোষ-বজ্রপাত,
চূর্ণ তার সুখ-স্বপ্ন, খর্ব্ব গর্ব্ব তার।
ভগ্ন কক্ষ, দীর্ণ বক্ষঃ, অশ্রু-অন্ধ আঁখি,
মহারাজ, দেছ শাস্তি, এবে লহ ডাকি।

৮।৮।১৩

(৬)

দাসীরে তাড়ায়ে দিলে ধনী প্রভু তার,
তবু চুপি চুপি আসি তাঁর অন্তঃপুরে,
লুকায়ে দেখিয়া যায়, দাঁড়াইয়া দূরে,
পালিত সন্তানে। হয় এ ভব সংসার
সেই মুখ চন্দ্র বিনা গাঢ় অন্ধকার!
সে মুখের বুলি প্রাণে বাজে কোন্ সুরে,
আসিবেনা ভাবে, তবু আসে ফিরে ঘুরে;
বাহু কাঁদে বুকে তারে নিতে একবার।

আমি যে অভাগী দাসী, লাঞ্ছিতা, বঞ্চিতা,
লুকায়ে দেখার সুখ তাও নাহি মেলে,
আমার নয়ন-মণি রেখেছেন প্রভু
দৃষ্টির অতীত পুরে, রাবণের চিতা
জ্বালি মোর বুকে। মৃত্যু মোরে লয়ে গেলে
যদি দেখা পাই তার—তা'কি পাব কভু?

৮।৮।১৩

(৭)

কি সুকৃতি আছে মোর, যেথা তব স্থান
সেথা মম হবে গতি? রাজন্য-সমাজে
বসে গিয়া রাজপুত্র; সেথা বিনা কাজে
লভেনা প্রবেশ কেহ; রোধি সভাদ্বার
দাঁড়ায় সহস্র রক্ষী। কি আছে আমার
তোমা তরে নিদর্শন? শীর্ণ ভয়ে লাজে,
কি বলিতে কি বলিব,—তব চিত্ত মাঝে
জাগাবে কি স্মৃতি মম মোর অশ্রুধার?

হে সন্তান, করি তোরে তপস্যার ধন,
যত কালে, যত দূরে, যেথাই সে পাই,
আছে মোর এক মন্ত্র—এবে আমি জানি,
সেই মন্ত্রবলে আমি করাব স্মরণ
ছিনু আমি কেহ তোর,—"কিছু ভয় নাই"
অনন্ত সান্ত্বনা মোর, তোর শেষ বাণী।

৮।৮।১৩

(৮)

লোকে বলে, নাহি জানি সত্য কি অলীক,—
যে ফেলে শোকের অশ্রু তারে মৃত জন
স্বপনেও নাহি পারে দিতে দরশন।
রে অশ্রু-পীড়িত চক্ষুঃ, তাই হবে ঠিক,
নহিলে সে দৃঢ়-নিষ্ঠ, একান্ত নির্ভীক,
মাতৃভক্ত পুত্র মোর, করিয়া লঙ্ঘন
সর্ব্ব ব্যবধান, ভাঙ্গি বাধা ও বন্ধন
দাঁড়াত আসিয়া কাছে উজলিয়া দিক্।
রসনা তাহারি কথা কহে সারাদিন,
হৃদয় তাহারি ধ্যান করে নিরন্তর,
দেবতার উপাসনা সাঙ্গ হ'য়ে যায়
উচ্চারি তাহারি নাম। এত কি কঠিন
হয় স্বর্গবাসী জন, স্বপ্নে পল ভর
দাঁড়ায়ে দেয়না দেখা, ব্যথা না জুড়ায়?

৯।৮।১৩

(৯)

হেথা আমি কাঁদি বলে, সেথা তার প্রাণ
মোর তরে কাঁদে যেন ঠিক এই মত,
তা নহে বাসনা মম। সে যেন সতত
থাকে সুখে, লভে শক্তি, লভে নব জ্ঞান ;
সেথা তারে যেন কেহ আমার সমান
বাসে ভাল,—এক নহে, যেন মাতা-শত
শতেক দক্ষিণ হস্ত প্রসারি, অক্ষত
রাখে তারে, তাড়াইয়া সর্ব্ব অকল্যাণ।

আমি এই টুকু চাই, সে নূতন দেশে
নূতন আনন্দ জ্ঞানে দৃঢ় সমুজ্জ্বল
তার সেই চিত্তে শুধু থাকে মোর স্থান,
মাঝে মাঝে স্বপ্নে মোরে দেখা দেয় এসে,
তার বলে হৃদি মোর দিয়া যায় বল,
'মা' বলে ডাকিয়া যায় জুড়াইয়া কান।

৯।৮।১৩

১০

গুণী পুত্র পদে মানে রাজধানী মাঝে
অতুল ঐশ্বর্য্য ক্রোড়ে করিতেছে বাস,
বৃদ্ধা মাতা দূর গ্রামে মাস অন্তে মাস,
ভাবিছেন তারি কথা, বসি প্রতি সাঁঝে,
জাগিয়া প্রভাতে নিত্য। রত গৃহ কাজে,
গৃহ গাত্রে, ধাতু পাত্রে বাল্য ইতিহাস
পড়িছেন দুলালের। কত অট্টহাস,
ভাঙ্গচূর, কাঁদাকাটি আজো কানে বাজে।

দীর্ঘ অতীতের পথে সদা যাতায়াতে
ক্লান্ত নহে স্মৃতি তাঁর, পথ সম্মুখের
বেশী নাহি যায় দেখা, যাহা দেখা যায়
আলোকিত গুটি কত আশা-রশ্মি-পাতে—
আশ্বিনে আসিবে পুত্র ; আর সে সুখের
বাড়া সুখ—গঙ্গাতীরে লয়ে যাবে মায়।

১০।৮।১৩

(১১)

আমি কোন্ আশা লয়ে রহিব চাহিয়া,
কোন্ মাসে কোন্ পূজা, কোন্ পুণ্যোৎসবে
আমার তৃষিত নেত্র পরিতৃপ্ত হবে,
লভি তার দরশন? কি তরী বাহিয়া
আসিবে সে, কি অপূর্ব্ব রাগিণী গাহিয়া?
ধরার বেদনা-মাল্য-বিজয়-সৌরভে
স্নিগ্ধ, স্নাত অমরার অমৃত গৌরবে,
তারে আমি বরি লব কি আশীষ দিয়া?
নিশ্চয় সে দেখা মোরে দিবে কোন দিন,
মোর অদ্বিতীয় ভক্ত ছিল যে ধরায়,
যাহার চরিত্র আজ, যার চিত্র খানি
পূজি আমি সসম্ভ্রমে, স্নেহ-পদ্মাসীন
বাল দেবতার রূপে। ধীরে কি ত্বরায়
বহুক কালের স্রোতঃ, আসিবে সে জানি।

১০।৮।১৩

(১২)

আশা তার দেখা পাবে, তবু অহরহ
দহিছ, হে আত্মা মোর, গূঢ় শোকানলে,
নির্ব্বিবার নহে তাহা অশ্রুনদী জলে,
বিলাপের ঝটিকায়। তাহার বিরহ
সঙ্গী তব সর্ব্ব স্থলে। ব্যথা সে দুর্ব্বহ,
তবু ধরে আছ বুকে। যদি কেহ বলে—
"ভোল শোক, খোল চোখ, স্বর্গ ধরাতলে
মৃত্যু রচিয়াছে সেতু—"কেন তারে কহ,
"মৃত্যু আনিয়াছে চক্ষে ঘন অন্ধকার,
মৃত্যু হানিয়াছে বক্ষে বিষদিগ্ধ বাণ
অতি ঘোর সংশয়ের।"—মুছি অশ্রুধার
উঠিয়া দাঁড়াই, বুকে চাপায়ে পাষাণ,
কেন অবিশ্বাস কানে স্থধাইছে মোর—
"মাতৃহীন বিশ্বে শিশু খুঁজে পাবি তোর?"

১১।৮।১৮

(১৩)

তোমার দেহের সাথে হ'ল ভস্মীভূত
আমার অগণ্য আশা। ভেবেছিনু মনে
আমার শ্মশানে আসি তুমি সযতনে
বিছাইবে পুষ্পরাশি; ওরে প্রিয় সুত,
ভেবেছিনু অশ্রু তব, ভক্তি-রস-পূত,
অমর করিবে মোরে; তোমার জীবনে
ফুটিব সৌরভে নব, মানব-শ্রবণে
বাজিব নূতন সুরে, নব অর্থযুত।
আমার হৃদয়ক্ষেত্রে সুপ্ত বীজ-চয়
তোমার হৃদয়ে উপ্ত, হবে অঙ্কুরিত,
আমাতে রয়েছে যাহা না থাকারি সম,
তোমাতে উজ্জ্বল হয়ে বাড়াবে বিস্ময়
সকলের,—বিজলি সে হইছে স্ফুরিত
যথা অনুকূল পাত্রে। হায় স্বপ্ন মম!

১৪।৮।১৩

(১৪)

এসেছিনু এ শ্মশানে শোকার্ত্ত-হৃদয়,
দেখিলাম করিছেন পুষ্পাঞ্জলি দান
তোমারে সুহৃদ্‌গণ, শ্রদ্ধান্বিত প্রাণ,
জানিলাম মৃত্যু তুমি করিয়াছ জয়।
তোমার দেহের ভস্ম, হে প্রিয় তনয়,
আছে হেথা, এ কেবল দেহেরি শ্মশান,
তুমি লভিয়াছ আরো উচ্চতর স্থান,
মাটীর উপরে তব স্মৃতিচিহ্ন নয়।
যদিও পার্থিব আয়ুঃ ছিল অল্পায়ত,
হয় নাই ব্যর্থ তাহা, তব স্মৃতিখানি,
উজ্জ্বল, সৌরভ-সিক্ত প্রদীপের মত
রেখে গেছ বহু প্রাণে। ধন্য বলে মানি
আপনারে, তোরে আমি গর্ব্বে রেখেছিনু,
পঞ্চদশ বর্ষ কোলে, কাছে দেখেছিনু।

১৬।৮।১৩

(১৫)

একবার আশা জাগে, শতবার ভয়,
ফিরে দেখা হয় কি না হয়। সীমাহীন
মহা বিশ্বে পথ খুঁজি, কত রাত্রি দিন,
কত মাসবর্ষ, কত যুগান্ত প্রলয়,
কেটে যাবে, তারপর অসীম বিস্ময়
এ দিনের স্নেহস্মৃতি যদি করে ক্ষীণ,
করে বিচ্ছেদের ব্যথা হৃদয়ে বিলীন,
কে কাহার কাছে যাবে দিতে পরিচয়?
এ বেদনা না রহিলে না-ই পাবি যদি
তোর সেই হারা নিধি, হে হৃদয়, তবে
রাখ, সয়ে থাক দুঃখে; কাটিয়া পাষাণ
বহুক প্রবল স্রোতে পুণ্যতোয়া নদী
যাবৎ বিশ্রাম তার, মিলন অর্ণবে
নাহি মিলে। বিচ্ছেদ সে মিলনেরি টান।

১৯।৮।১৩

(১৬)

কেমন জীবন সেথা ?—সুধাইছে মন,
কেমন মিলন পুনঃ ? মহাপারাবারে
আমরা বুদ্‌বুদ্‌ সম উঠি বারে বারে,
বার বার যাই মিশে ? অস্তিত্বে এমন
কি গৌরব, কি আনন্দ ? যত ভিন্ন জন
একেরি তরঙ্গ লীলা, তবে কে কাহারে
ভালবাসে ? স্বার্থে বলি দিয়া, আপনারে
কেমনে সার্থক করে প্রেম অনুক্ষণ ?

হোক্ এ নিখিল বিশ্ব এক-সত্তা-ময়,
থাকুক বা কোটী দেব ধরণীরে ঘিরে,
আমার ব্যথিত আত্মা যদি মুক্তি পায়,
খুঁজিয়া বেড়াব আমি আপন তনয়
সুর নর ঋভু মাঝে, আলোকে, তিমিরে,
যত দিনে লভি তারে আঁখি না জুড়ায়।

১৯।৮।১৩

(১৭)

কে সে বিজ্ঞ শোকার্ত্তেরে হেন কথা বলে—
মরের স্মৃতিতে বিনা আর কোন স্থানে
নহে অমরের বাস? কি সান্ত্বনা মানে
তৃষিত, স্মরণ করি ভরা স্বচ্ছ জলে
সরোবর, মরে যবে তপ্ত মরুস্থলে,
শুষ্ক-কণ্ঠ? বৃথা স্মৃতি কাণে বহি আনে
ত্রিস্রোতার মত্তগীতি, দর্পে যবে চলে
বহি বরষার দান, গ্রীষ্ম-অবসানে।

হায়, ক্ষুদ্র স্মৃতি-পট, তাহে অহরহ,
অনুক্ষণ করিতেছে কত রেখাপাত
প্রিয় কি অপ্রিয় কত ক্ষুদ্র ঘটনা-ই,
কত চিন্তা, কত তর্ক, ক্রন্দন, কলহ,
কত গূঢ় বেদনার ঘাত-প্রতিঘাত;—
সেথাই মৃতের তরে অমৃতের ঠাঁই?

(১৮)

সকলি আপন সৃষ্টি বলে শান্তি পায়
যারা পাক্। ধরা, ধৃত অগ্নি বায়ু জল,
লক্ষ-সূর্য্য-উদ্ভাসিত আকাশ মণ্ডল,
আমি ছাড়া যত কিছু 'আছে' বলা যায়,
সকলি আমাতে লীন; চেতনা জাগায়
যতটুকু, ততটুকু সত্য সে কেবল
আমারি চেতনা মাঝে;—বাকী সব ছল?
আমার হৃদয়, তাত, আরো কিছু চায়।

তুমি আছ, আমি আছি, আছে বসুন্ধরা,
দর্শ স্পর্শ শ্রুতি বহি যাহা কিছু আসে,
আছে তা বাহিরে। চিন্তা কল্পনা যা আনে,
আশা যা খুঁজিয়া ফিরে তা'ও সত্যে ভরা,
তা'ও আছে। ধ্যান-চক্ষে যাহা কিছু ভাসে,
ধ্যানে ছাড়াও তা সত্য, আর কোন স্থানে।

২১।৮।১৩

(১৯)

কোনোখানে আছ তুমি, হে বাঞ্ছিত-তম,
জানি তাহা, নাহি জানি দূরে কি নিকটে।
হেথা যবে কাঁদি পড়ে' পূর্ব্ব-সীমাতটে,
তুমি সিন্ধু-পর-পার। ক্ষম, মোরে ক্ষম,
অজানা আনন্দ-তীরে শোকোচ্ছ্বাস মম
পোঁছে যদি, পুণ্যোৎসবে যদি বিঘ্ন ঘটে
আমারে স্মরণ করি, শুভ্র চিত্ত পটে
জাগায় বেদনা দাগ, ওহে দেবোপম।

তোদের কল্যাণ বৎস, নিজ সুখ নয়,
ছিল চির আকাঙ্ক্ষিত। ছিল মনোরথ
তোমারে পাঠায়ে দিব সুদূর বিদেশ,
ধৈর্য্য ধরি, যশোজ্জ্বান করিতে সঞ্চয়;
তখন থাকিতে হ'ত চাহি তব পথ,
আজ ভাবি নিজ পথ কবে হবে শেষ।

২১।৮।১৩

(২০)

তোমার সে শান্ত মুখ, সুমধুর স্মিত
আর যদি নাই দেখি, পরিবর্ত্তে তার
কি দেখিব? সাধ্য নাহি কবি-কল্পনার
আঁকিতে অদেহি-মূর্ত্তি। হয়েছি বঞ্চিত
যে সৌন্দর্য্য সুধা হতে, তৃষিত এ চিত
তাই চাহে। মনশ্চক্ষে এস একবার,
হেরি তোমা, চিত্রকর ধ্যানে আপনার
হেরে যথা চিত্র খানি না হ'তে চিত্রিত।

দেখিয়াছি প্রতিদিন সে মুখ সুন্দর,
ভাল করে' দেখি নাই তবু মনে হয়,
মনে হয় ভাল করে' শুনি নাই স্বর,
শুনিবার অবসর ছিল যে সময়;
আজ ভাল করে দেখি, যদি ফিরে পাই,
ডাকি আর শুনি ডাক, শ্রবণ জুড়াই।

২১।৮।১৩

(২১)

এত যেন বুঝি নাই—লয়ে গেল যবে
গৃহচ্ছায়া হতে তোরে উত্তপ্ত শ্মশানে—
আর ফিরিবিনা তুই ; আর যে এ কাণে
পশিবেনা স্বর তোর ; দিবা শেষ হবে,
তব পদধ্বনি-হীন সায়াহ্ন নীরবে
ঘিরিবে তিমিরে গৃহ, সান্ধ্য-পূজাগানে
কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া নাহি দিবি প্রাণে
আনন্দ পুলক, থাকি যত দিন ভবে।

ডেকেছি প্রত্যূষে নিত্য, "ওঠ্‌রে অশোক,"
প্রতি কাজে, "অশোকরে,—ও অশোক!" ধ্বনি
ছিল মোর। শ্রান্ত শির উপাধানে রাখি
ডেকেছি, "অশোক আয়,—কি পড়ার ঝোঁক!
অনেক যে হ'ল রাত।"—দিবস রজনী
কেমনে কাটিবে এবে, তোমারে না ডাকি ?

(২২)

যে খর প্রবাহোপরি তরী নাহি চলে,
তারে লঙ্ঘিবারে হয় সেতুর নির্ম্মাণ,
অকূলের কূলে লয়ে যায় সিন্ধু-যান ;
ঊর্দ্ধে, শূন্যে, ভূমিগর্ভে, সলিলের তলে,
পথ করি চলে নর। তেমনি কৌশলে
ইহ পরকাল মাঝে যেই ব্যবধান
যদি হওয়া যেত পার, তৃষিত এ কাণ
শুনিত সেথায় কি যে সঙ্গীত উথলে !
ঊষায় সন্ধ্যায় আমি বসি এই পারে
তারে দূর-বার্ত্তা সম, কিবা বিনা তারে,
কেন না সংবাদ তোর পাই প্রতিদিন
প্রাণাধিক ? তোর ডাক মোর চিত্তাগারে
কবেরে উঠিবে বাজি আকুল ঝঙ্কারে,
ভাঙ্গি নীরবতা ঘেরা বিচ্ছেদ কঠিন ?

(২৩)

প্রভাতে মধুরে হাসি মোর ফুলবন
রাখিত ধরিয়া মোরে—"ক্ষণকাল তরে
দাঁড়ায়ে দেখিয়া যাও" বলি, স্নেহভরে
বাড়াত পুষ্পিত শাখা ; মুগ্ধ মোর মন
রহিত ক্ষণেক বলি সেথা বহুক্ষণ।
মুক্ত-বাতায়ন পথে যবে তার পরে
পাঠ-রত নত শির দেখিতাম ঘরে,
সহসা ভাঙ্গিত মোর সুরভি স্বপন।
বলিতাম রে গোলাপ, রে শুভ্র চামেলি,
ওরে জবা, পাঁচরঙ্গা, করবী, টগর,
ছেড়েদে আমারে ; আমি সারাদিন কিরে
রব রূপ-মুগ্ধ হেথা, গৃহ কাজ ফেলি,
পঠন পাঠন ভুলি ? হের পুত্রবর
পাঠাগারে, মাতা তার খেলিবে বাহিরে ?

২৩।৮।১৩

(২৪)

তব পাঠগৃহ-লগ্না চামেলীর লতা
প্রতিদিন ফুটাইছে ফুল নব নব,
মধুর সৌরভ-স্নাত, শুভ্র ও পেলব,
তাহার জীবনে নাই কোন ব্যাকুলতা,
অঙ্গে থাকে ক্ষত চিহ্ন, ঢেকে রাখে ব্যথা
কাটিবার ছাঁটিবার, গৃহ মাঝে তব
ছড়ায় সুরভি শ্বাস। আমি কবে হব
ব্যথায় নীরব নম্র, পুষ্প ভার-নতা ?—

প্রতিদিন দীপ্ত রবি ক্ষত প্রাণখানি
করিবে কিরণ স্নাত ; বিনত এ শিরে
বহি যাবে বর্ষা বায়ু ; অমৃতের বাণী
কভু উচ্চৈঃস্বরে, কভু অতি ধীরে ধীরে
সুদূর সাগর হ'তে দিবে মোরে আনি,
আমিও আনন্দ গন্ধ দিব ধরণীরে ?

২৪।৮।১৩

(২৫)

প্রাণাধিক, তুমি মোরে যেও নাকো ভুলে।
যে ক'দিন ছিলে তুমি আমার এ দেহে
লুক্কায়িত, আমি বহু আশা আর স্নেহে
প্রতীক্ষা করেছি তব। যবে বুকে তুলে
প্রথম দেখিনু তোমা, মায়া দণ্ডে ছুঁলে
আমার জীবন যেন; বিষাদের গেহে
নিরুদ্ধ আশার দ্বার দিলে তুমি খুলে।

এবার মায়ের লাগি প্রতীক্ষা করিও
হে সুপুত্র, জন্ম যবে পাব পরপার;
আর যত প্রিয় জন, আজো স্নেহময়,
না যদি চেনেন মোরে, চিনাইয়া দিও;
বহু দুঃখে ধরাতলে দিন কাটে যার,
তারে কেহ চিনিবেনা এই মোর ভয়।

২৪।৮।১৩

(২৬)

কোন্ বাঁধ, কি সম্বন্ধ, কোন্ যোগ হয়
সব চেয়ে দৃঢ়, স্থির, জানিবারে চাই।
সেই অদেহীর দেশে হয়তো বা নাই
মাংস রুধিরের স্মৃতি। পায় যদি ক্ষয়
দেহের সম্বন্ধ যত, হা মোর হৃদয়,
যদিই বা দৈবগুণে দেখা তার পাই,
কি দাবী তাহার'পরে? ভাবিতেছি তাই,
সে যে মোর শিষ্য ছিল তা কি কিছু নয়?
রক্ত নহে, স্তন্য নহে, এ হৃদয় হ'তে
তাহার হৃদয়ে যদি ধারা গিয়া থাকে
নিঃশব্দ ফল্গুর মত, বাধাহীন স্রোতে,
সে মোরে চিনিবে, আমি চিনে লব তাকে,-
সেই আশা, সেই আলো, চির সত্য পানে
সেই উভয়ের পথ অমৃত-সন্ধানে।

২৪।৮।১৩

(২৭)

অন্ধকারে আঁখি যদি দেখিতে না পায়
নিজ দেহ, অমনি কি জাগয় সংশয়
আছি কি না আছি বলে ? অন্ধ যদি কয়
আলো মিথ্যা, রূপ মিথ্যা, তারে হেসে যায়
চক্ষুষ্মান্। নাহি জানি তোমরা সেথায়
লভিয়াছ কি শকতি,—কি ইন্দ্রিয়চয়
নব জ্ঞানরাজ্য নিত্য করিতেছে জয়,
দেশের কালের সীমা নাহিক যেথায়।

হয়তো বা একা আসি ভবসিন্ধুপার
শুনিতেছ দূরাগত জননীর স্বর,
হয়তো বা স্নেহবশে ইচ্ছা হয় ফিরে
আসিবারে। হয়তো বা দুটি অশ্রুধার
ফেলিছ মায়ের লাগি, ব্যথিত-অন্তর,—
এস তবে লয়ে যাও অমৃতের তীরে।

২৫।৮।১৩

(২৮)

বিদায়ের পূর্ব্ব রাত্রে মিষ্ট ক্লিষ্ট স্বরে,
“মা ঘুম পাড়ায়ে যাও, শোও কাছে লয়ে”
বলেছিলে ; চেয়ে ছিলে ছোট শিশু হয়ে
মায়ের বুকের স্পর্শ, জনমের তরে।
পাছে ব্যথা দিই ভয়ে ভ্রান্ত স্নেহভরে
না রাখিনু শেষ ভিক্ষা, কথাটি না কয়ে
মুদিলে অনিদ্র আঁখি, সে বেদনা সয়ে’।
মাথায় বুলানু হাত বসিয়া শিয়রে ;—
বুকে রেখে শির তব, বাম বাহু বাঁধে
জড়াইয়া তনুখানি, ডান হাত দিয়া
আঘাতি কপোল ধীরে, তোমার শৈশবে
গুঞ্জিয়াছি যেই গান, যে করুণ ছাঁদে,
সেই ছাঁদে সেই গান গাহিনু বসিয়া,—
কে জানিত সেই তব শেষ রাত্রি হবে ?

২৬।৮।১৩

(২৯)

যা কিছু সুন্দর পাই যা কিছু মধুর,
তারি সাথে স্মৃতি তব উঠিছে জাগিয়া,
তোমারে পিয়াতে চাহি এ হৃদয় দিয়া,
হেথাকার শোভা স্বাদ ; রচি স্নেহপুর
নিভৃত অন্তরে মম, বিরহ-বিধুর
তোমারে এনেছি সেথা আদরে ডাকিয়া।
বস' যাদু, স্নেহবক্ষে মাথাটি রাখিয়া,
আমার আক্ষেপ তবে সব হবে দূর।

তুমি যদি না দেখিলে, শোভা শোভা নয়,
তুমি যদি না শুনিলে, মিছা মোর গান,
তোমারে না দিনু যদি, জ্ঞানের সঞ্চয়
নিরর্থক ভার বহা। হে মোর সন্তান,
তোমাতে জীবিত রহি আমার জনম
করিব সার্থক, সে কি ছিল স্বপ্ন-ভ্রম ?

৫।৯।১৩

(৩০)

হেথা হ'তে মৃত্যু যদি লয়ে গেল তোকে,
এই পুষ্পময়ী ধরা রসে গন্ধে গীতে
যতই মধুর হোক, হেথায় থাকিতে
চাহেনা পরাণ মোর। আঁধারে আলোকে
আমারে অভাব তোর ছেয়ে রাখে শোকে।
আমিতো হেথায় তোরে নারিনু রাখিতে,
যে তোরে গিয়াছে লয়ে সেই পারে দিতে
বাঞ্ছিত মিলন মোরে, সে অশোক-লোকে।

এমন সুখের ধরা নয় এতো নয়,
হেথা যে ফিরায়ে তোরে আনিব আবার,
দুঃসহ বেদনা বহি, মৃত্যু-দংশ সয়ে,
অবশেষে মৃত্যু যদি করিয়াছ জয়,
থাক সেথা ; গাঁথি স্নেহে পারিজাত হার
পরাতে তোমার কণ্ঠে আসিতেছি লয়ে।

(৩১)

ও গো বিশ্বমাতঃ মোর না হ'তে সময়
যেতে চাহি বলে' হ'লে অপরাধ মম,
তোমার অনন্ত স্নেহে মোরে তুমি ক্ষম ;—
মোর শুধু অভিলাষ, প্রাপ্তি সেতো নয়,
তব ইচ্ছা প্রতিদিন লভিতেছে জয়।
সেই ভাল, বুঝি কভু, তবু শিশু সম
যখনি বেদনা পাই ভাবিগো নির্ম্মম,
তোমার করুণা কোন মনে নাহি রয়।

শিশু কাঁদে সে যা চায় না যদি তা পায়,
দিবেন কি না দিবেন নিজ হাতে মার ;
এ জন মাগিছে যাহা, না যদি তা দাও,
দিবে তো সান্ত্বনা—যাহে ব্যথা সহা যায় ?
অথবা এ ক্ষতোপরি করিবে প্রহার ?
তাই যদি কর, হবে সহিতে তাহাও।

(৩২)

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মোরে এ বিপুল ভবে
পাঠাইলে কোন্ কাজে ? কত তার বাকী
হে মোর জীবন দাতা ? আঁধারে একাকী
ফেলিয়া, ব্যথার ব্যথী সাথী মোর যবে
গেলা চলি, চলে যায় প্রিয়জন সবে,
কেন মোর দীর্ণ প্রাণ জীর্ণ দেহে থাকি
বহিছে অনন্ত মৃত্যু ? তুমি জাননা কি
সর্ব্ব অক্ষমতা মম ? দেহ মুক্তি তবে
দেহ হ'তে, এই ভিক্ষা মাগিতেছি আমি।
আহত, বিক্ষত-বক্ষঃ, আহূত আহবে,
কেমনে যুঝিব, হায়, আমি নাহি জানি,
তুমি জান, জীবনের মরণের স্বামী,
কোন্ মন্ত্রে, কি ঔষধে, কি কৌশলে, কবে,
জীয়াইবে মুমূর্ষুরে, কি অমৃত আনি।

৫।৯।১৩

(৩৩)

সন্ধ্যা আনিয়াছে মোরে তোমার আসরে।
তুমি, আমি, আর অন্তর্যামী ভগবান্,
এ তিন জনের মাঝে আমার এ গান,
তাই ঢেলে যাই মোর নিভৃত অন্তরে
বেদনার উৎস হ'তে যে বাণী নিঃসরে;
কোনই ভাবনা নাই আর কোন কান
শোনে কি না শোনে তাহা। শোকার্ত্ত পরাণ
কাঁদে কি নয়ননীর দেখাবার তরে?

বড় আশা ছিল মনে, আমি কোন দিন
রাখিব সম্মুখে তব সমস্ত হৃদয়,
তব চক্ষে, তব কণ্ঠে উঠিবে জাগিয়া,
আমার বীণার তারে আছে নিদ্রালীন
অব্যক্ত উদাত্ত যাহা;—হ'লনা সময়—,
শুনে গেলে শুধু মার 'ঘুম-পাড়ানিয়া'।

১৭।৯।১৩

(৩৪)

ধরণীর শেষ ঘুম ঘুমাবার আগে,
মৃত্যু যবে বক্ষে পশি করিতেছে পান
নিঃশেষে শোনিত তব, শুনিলে সে গান
শিশু ঘুম পাড়াবার ;—“ভাল নাহি লাগে,”
কহিলে কাতরে ; স্মরি বড় দুঃখ জাগে
তোর জননীর বুকে। তোরে ভগবান্
যে নব অশোক-লোকে দিয়াছেন স্থান,
সেথায় একটু ঠাঁই দুঃখিনীও মাগে।

নহে নিদ্রা, নহে মোহ, যে গীত ঝঙ্কার
আনে নব জাগরণ, আবাহন করে
নব আনন্দের উষা, স্নেহ বরষায়
পূর্ণ করে চিত্ত নদী, শিখি ভাষা তার,
তার তান লয় রাগ, অকম্পিত স্বরে
সেথায় গাহিব আমি, শুনাব তোমায়।

১৭।৯।১৩

(৩৫)

হে মোর অধীর হিয়া, ধৈর্য্য কিছু চাই,
আর বেশী দিন নহে;—এক দুই করি
কেটে যাবে মাস বর্ষ। সেই মুখ স্মরি,
জপি তার শেষ বাণী—'কিছু ভয় নাই'—
চল ধীরে সিন্ধু তীরে; দেখা যদি পাই
মরণের, হাসিমুখে তার হাত ধরি,
গাহি মিলনের গীতি, ভাসাইব তরী
ত্বরিতে, হেরিব দূর অজানা সে ঠাঁই।

শান্ত হও; মৃত্যু সেও খুঁজিছে সময়,
ভোলেনা সে কাহারেও। কত নারী নর
লুকায়ে থাকিতে চায় এ ভব প্রবাসে,
হেথাকার সুখ দুঃখে; প্রাণে সদা ভয়
কবে যেতে হবে ভাবি; ব্যথিত অন্তর
তাদেরে ছাড়েনা মৃত্যু, বেঁধে লয় পাশে।

২৬।৯।১৩

(৩৬)

মরণ যে ভয়াবহ, সে হয়েছে প্রিয়
চুরি করি প্রাণাধিক জনে; আজ তাই
তার অভ্যর্থনা তরে আগুসরি যাই
মধ্য পথে, ডেকে বলি, 'এস বরণীয়'।
কম্প্রহস্তে শেষ করি মোর করণীয়,
চলিয়াছি ক্লিষ্টপদে; মোরে সব ভাই
ক্ষমা কর অপরাধ; জানি শুধি নাই
সব ঋণ, পাই নাই প্রাপ্য যাহা স্বীয়।

দেনা পাওনার খাতা শক্তি নাহি আজ
খতিয়া দেখিতে মোর। আমি দেউলিয়া,
যা আছে দাখিল করি যাই রিক্ত করে,
শুধু লয়ে যাই, মোর হৃদয়ের মাঝ,
যে শুভ্র চামেলীমালা রেখেছি তুলিয়া
আমার বাছার শিরে পরাবার তরে।

২৭।৯।১৩

(৩৭)

আরো বহু দুঃখী আছে করিয়া স্মরণ
পাইনা সান্ত্বনা আমি। হেন গেহ নাই
মৃত্যু প্রবেশিয়া যথা পিতা পতি ভাই,
মাতা বা দুহিতা জায়া করেনি হরণ,
জন্ম বৃদ্ধি সাথে গাঁথা জরা ও মরণ,
স্নেহসাথে বিচ্ছেদের ব্যথা। জেনে তাই
পেরেছি কি বিসর্জ্জিতে স্নেহ? নিত্যস্থায়ী
তারে আমি মুক্তিরূপে করেছি বরণ।

আমার বেদনা মাঝে আমি যবে স্মরি
কত অভাগিনী নারী লুটি ধরাতলে,
ভাসিতেছে অশ্রুনীরে, প্রাণ পূর্ণ হয়
সকলের দুঃখ ভারে ; এ জীবন তরী
ডুবে যাবে আশাহীন শোকসিন্ধু জলে
বল যদি স্নেহ হারে, মৃত্যু লভে জয়।

২৯।৯।১৩

(৩৮)

সবি মায়া, সবি ছায়া, শুধু স্বপ্ন জাল ?
মিছা যত সুখ শোক, জীবন মরণ,
অতীতের ইতিহাস, রুধির ক্ষরণ
ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা তরে, ভাসাতে জঞ্জাল
অত্যাচারী অসত্যের ? আশা সুবিশাল
মিথ্যা, ভবিষ্যৎ চাহি ? শূন্যে সন্তরণ
করিছে অনাথ বিশ্ব ? নিখিল শরণ
কেহ নাই এ তরীর ধরেছে যে হাল ?

হালে যদি থাকে কেহ, কোথা আর স্থান
স্বপন শাস্ত্রের তব ? হে জ্ঞানী নিষ্ঠুর,
রাখ স্বপ্ন-কথা, শিরে লইব তুলিয়া
আমার দুঃখের বোঝা, করি সত্য জ্ঞান ;-
স্মৃতির আনন্দচ্ছবি রাখিবনা দূর,
আশারে জীয়াব বুকে স্তন্য-সুধা দিয়া।

(৩৯)

কিসে যায় রোগ শোক জরা মৃত্যু ভয় ?
কি তত্ত্ব লভিলা, করি তপস্যা ও ধ্যান,
শাক্য ঋষি, পর দুঃখে বিগলিত প্রাণ ?
কোন্ অস্ত্রে চিরদিন করিছেন জয়
জীবনের চিরশত্রু আধিব্যাধিচয়
সিদ্ধগণ ? কি সে সিদ্ধি ? কি বা সে নির্ব্বাণ
সে কি শুধু বুঝে ফেলা দুঃখ কিছু নয় ?

কে বলেছে, কে বলিবে দুঃখ কিছু নয় ?
দেহে দুঃখ, মনে দুঃখ, গেহে, বনে, পথে,
ফেরে রোগ শোক মৃত্যু, মানব জগতে,
ফেরে পশুপক্ষী মাঝে। বিশাল হৃদয়
যার যত, তার প্রাণ তত দুঃখ-ময়,
নিজ বক্ষে লয়ে ব্যথা পর বক্ষঃ হ'তে।

(৪০)

দুঃখে আমি চিরদিন করিব স্বীকার,
শত্রুরূপে তার সাথে করিব সমর,
রণে তুষ্ট, সে অমর দিবে মোরে বর ;
বক্ষে স্কন্ধে শিরে চাপি যে আমার ভার,
নামিয়া সে পিঠে তুলে করে দিবে পার
দুঃখ নদী, ভয়ার্ণব। আমি অতঃপর
খুঁজিব কোথায় শোক করিছে জর্জ্জর
সম দুঃখী নারী নর, সর্ব্বপ্রাণী আর।

আমার বেদনা দিয়া রাখিবে সজাগ ;
পর দুঃখে উদাসীন, কোমল শয্যায়
দিবেনা ঘুমাতে ;—দূরে ক্ষীণ আর্ত্তস্বর
শুনাবে নিয়ত ; আনি পর দুঃখ ভাগ
প্রাণে মোর, লঘু করি তার বেদনায়,
দিবে মোরে নব সুখ, হে মম ঈশ্বর।

(৪১)

তোমারো কি আছে দুঃখ, হে পুত্র আমার?
কিবা একেবারে ছিঁড়ে মমতা বাঁধন,
সেথায় রয়েছ সুখে? কখন কি মন
হয়না চঞ্চল স্মরি ব্যথা হেথাকার—
ব্যর্থ আশা ভালবাসা, বিফল সাধন,
রোগ শোক অন্নাভাব,—স্মরি প্রিয়জন?
পূরণ কি হল সেই মহা-সমস্যার—
দুঃখী দেখি দুঃখ প্রাণে লাগে বিধাতার?
প্রেম সে কি উদাসীন জ্ঞান মহিমায়?
জ্ঞান সে কি কর্ম্মহেতু নেহারি আমূল
ক্ষমা করে সর্ব্ব পাপ? পুণ্য কি প্রকার?
যত প্রশ্ন হে সুধীর সুধাইতে মায়,
হয়তো জবাবে তার ছিল কত ভুল,
পেয়েছ কি এতদিনে সদুত্তর তার?

(৪২)

তরুণ গুবাক হেরি উজ্জ্বল, সরল,
কৈশোর-লাবণ্যপূর্ণ তব সুকুমার
দেহখানি মনে পড়ে। দেখি যবে আর
নব দেবদারু তরু, চোখে আসে জল।
যেখানে যা এক সাথে দৃঢ় সুকোমল
ছবি তোর আনে মনে। শোভিয়া দুয়ার,
স্তবকে স্তবকে ফুটি, ঢালি গন্ধভার
দুলাল চাঁপারা—তোরে স্মরায় কেবল।

আমার দুলাল-চাঁপা, সুরভি সুন্দর,
গিয়াছ ঝরিয়া তুমি, জীবন ঊষার
রাখি তব স্মৃতি টুকু; শুধু লয়ে তাই
তোমাশূন্য এ ধরণী করি পূর্ণতর,
দুই হাতে ঠেলি ঠেলি মৃত্যুর তুষার,
পথ করি, অমৃতের পানে চলে যাই।

(৪৩)

বাহিরে আঁধার আজ ভিতরের মত,
বিলম্বিছে কৃষ্ণ-পক্ষে বিধু ক্ষীয়মান,
বিলম্বিছে সুপ্তি শান্তি, করিতেছি ধ্যান
আমার সে অঙ্কশশী—হেথা অস্তগত,
উদিত ওপারে। ধীরে মাথা করি নত,
যাত্রাকালে লইয়াছে বিধির বিধান
নির্ভয়ে সে শিশু, বীর পুরুষ সমান ;
সেই স্মৃতি শোক মোর করিছে সংযত।

বিলম্বিছে বিধু শুধু, হাসে শত তারা
উর্দ্ধাকাশে ; নিম্নে তরু-লতা-গুল্ম সব
সুস্পষ্ট আঁধার স্তূপ ; দূর হ'তে আসে
হাস্নুহানার মৌন গাঢ় গন্ধধারা,—
তার ছিল এই মত নীরব গৌরব
লুকায়ে পড়িত ধরা কেবল সুবাসে।

(৪৪)

লুকায়ে পড়িছ ধরা, ওহে বিশ্বনাথ,
সর্ব্ব পুষ্পগন্ধে, সর্ব্ব সঙ্গীতে বাদনে
জগতের, সর্ব্বরূপরসে, সর্ব্বক্ষণে ;
সর্ব্বপ্রেমে পেয়েছিনু তোমার সাক্ষাৎ
একদিন—বহুদিন। যদি বজ্রপাত
অন্ধ করে থাকে চক্ষুঃ, সমস্ত জীবনে
এনে থাকে অবশতা, বিকল এ মনে
সিঞ্চ অমৃতের ধারা, আন সুপ্রভাত
শেষ করি এ রজনী। যেন না দাঁড়ায়
ছিন্নশিরা সংশয়ের কবন্ধ-মূরতি,
সঞ্চারিয়া বিভীষিকা। আলোকে তোমার
সব অবিশ্বাস মোর যেন, লয় পায়
সকল অশান্ত চিন্তা। হে জগৎপতি,
শুনাও বচন, শক্তি দাও বুঝিবার।

(৪৫)

অন্ধকার ছায় যথা ধরণীর বুক,
তেমনি আমার বক্ষঃ ভরে বেদনায়
এই শান্ত সন্ধ্যা কালে। দূরে শোনা যায়
আনন্দ-সঙ্গীতধ্বনি, হাস্য ও কৌতুক,
নিরুৎসাহ চিত্ত মম অতি নিরুৎসুক
খোঁজে লুকাবার স্থান, নীরবতা চায়
লয়ে তার স্মৃতি খানি। আঁধারের গায়
সে আমার স্থিরতারা চিরজাগরূক।

হৃদয়ে রেখেছি তারে তবু এ হৃদয়
কাঁদে নিত্য। এত কাছে ছিলনা তো আগে?-
তবু দূরে গেছে বলি চোখে ঝরে জল!
এক পুত্র গেছে মোর, তাহে মনে হয়
হয়েছি একান্ত নিঃস্ব। আশা নাহি জাগে
আলোকিতে কর্ম্ম-পথ, দেহে দিতে বল।

১৩।১২।১৩

(৪৬)

তবুও চলিতে হবে পথ নিরালোক,
যতনে রাখিতে হবে পৃষ্ঠে গুরুভার,
যতই দুর্ব্বহ হোক্‌, কে বহিবে আর ?
তবুও খেলিতে হবে, ঢাকি গুরুশোক,
হাসিতে হইবে, মুছি অশ্রুভরা চোখ,
অপর শিশুরা মোর হাসে যতবার।
তাদেরো জননী আমি, নহি একলার,
তাদের কল্যাণ যাহে তাই তবে হোক্‌।
আমার দায়িত্ব যাহা আমার যা ঋণ
পালিব, শুধিব আমি।

ওহে ভগবন্‌,
আঁধারে ঢাকিলে মোর শেষ ক'টা দিন,
আলো দিয়াছিলে কত নাহি কি স্মরণ ?
অযোগ্যেরে অযাচিত যত দিয়াছিলে,
কি কহিব, কিছু তার যদি ফিরে নিলে ?

১৪।১২।১৩

(৪৭)

পঞ্চদশ বর্ষশেষে, ষোড়শে পড়িলে,
তার জন্মোৎসবে আমি চেয়েছিনু বর—
"বড় করে' দাও দেব, আমার এ ঘর;
"গেহ দিয়া, স্নেহ দিয়া যেই সুখ দিলে,
"তার যোগ্য কর মোরে। এ বিশ্ব নিখিলে
"মাতৃরূপে আছ তুমি; হে মোর ঈশ্বর,
"বাড়াও মাতৃত্ব, দাও স্নেহ বৃহত্তর,
"জননী-হীনের মাতা হেথা যেন মিলে।"
সে প্রার্থনা অন্তর্যামী তুমি শুনে ছিলে,
তুমি বড় করে দিলে মোর ভাঙ্গা ঘর,
তুমি করে দিলে পুত্র, ছিল যারা পর,
শ্মশানে চাঁদের হাট তুমি বসাইলে;
তারপর কি বুঝিয়া কি করিলে নাথ,
মাতৃবক্ষঃ বাড়াইতে একি বজ্রাঘাত!

১৪।১২।১৩

(৪৮)

আমারে বুঝাই আমি,—হে চিত্ত দুর্ব্বল,
তুমি তারে যা শিখাতে পেয়েছ প্রয়াস,
যে সাধনে সিদ্ধ হবে ছিল অভিলাষ,
তাহে পূর্ণ সিদ্ধি হ'লে কি হইত ফল ?
ঢাকিয়া রেখেছে তারে তোমার অঞ্চল
কত দিন ? দূরে গেলে পেতে তুমি ত্রাস,
তা'বলিয়া আগুলিয়া কত বর্ষমাস
রেখে দিতে ? চক্ষে তব ঝরিত কি জল,
সে যদি বলিত—
"মাগো জীবনের কাজ
মোরে আহ্বানিছে দূরে, মানবের হিতে
আমার হৃদয়-রক্ত হইবে ঢালিতে,
অন্যায়ের প্রতীকারে ভুলি ভয় লাজ,
ছিঁড়ি স্নেহ, ত্যাজি গেহ, স্বজন, সমাজ
যেতে হবে"—তুমি তারে যেতে নাহি দিতে ?

১৫।১২।১৭

(৪৯)

আমি যত ভাবি, তত জনমে প্রত্যয়,
আজন্ম সাধনা তুই, বালমূর্ত্তি ধরি,
এসেছিলি চিত্ত হতে কোলে অবতরি,
তারপর, এ ধরণী বাসযোগ্য নয়
বলিয়া, উড়িলি স্বর্গে—আশা যেথা হয়
পুণ্যফলা, বর্ণে, গন্ধে, স্বাদে দেয় ভরি
আত্মারে,—নিয়ত লয় তপঃ শ্রান্তি হরি
সিদ্ধি যেথা, বরষিয়া আনন্দ অক্ষয়।
যা কিছু শিখায়েছিনু আমার ভাষায়
করিলি আয়ত্ত যবে, তোর কণ্ঠস্বরে
নূতন লাগিল মোর পুরাতন গান,
একান্ত আগ্রহে, অতি উৎফুল্ল আশায়
বসে আছি, প্রাণভরি শুনিবার তরে,
সহসা মেলিয়া পাখা হ'লি অন্তর্দ্ধান।

৯।১০।১৩

(৫০)

বৎসটিরে তুলে লয়ে যায় যেই জন,
গাভী ধায় তার পিছে; শাবকেরে হরি
নিষ্ঠুর বালক নামে, প্রদক্ষিণ করি
তার শির, ফুকারিয়া জানায় বেদন
ব্যাকুলা বিহঙ্গী। তথা শোকার্ত্ত এ মন
চলিয়াছে, মৃত্যু-পদ-চিহ্ন অনুসরি,
যেথা গিয়া থামে মৃত্যু। হের, চিন্তা তরী
ভাসানু অকূলে, রজ্জু করিনু ছেদন।

ওহে মৃত্যুঞ্জয়, আমারে দেখাও কূল
সমুদ্রের পর পারে; কুজ্ঝটিকাময়
চারিদিক স্নেহ হাস্যে করগো উজ্জ্বল,
ভেঙ্গে দাও জীবনের স্বপনের ভুল,
শুনায়ে অভয় বাণী, ঘুচাও সংশয়,
জাগাও নূতন আশা, প্রাণে দাও বল।

৯।১০।১৩

(৫১)

আয়রে প্রভাতে নিতে মার আশীর্ব্বাদ,
প্রাণাধিক, আজ যে রে জন্মদিন তোর ;
ষোড়শ কলায় পূর্ণ, সৌন্দর্য্য কৈশোর,
দাঁড়া আজ পুত্র, মিত্র। নিশার বিষাদ
মিশে যাক ঊষালোকে। যে মাতৃত্ব-স্বাদ
তুই দিলি এ জীবনে, সেই রসে ভোর
আমি ভুলিয়াছি শোক। আয় তুই মোর
চির জীবনের পুত্র, অনন্ত আহ্লাদ।

"দিয়ে কেড়ে নিলে" বলে' করি না কলহ
বিধাতার সনে আর। ছিলে যে ক'দিন
সেই ক'দিনের ভাগ্য তুলনা-বিহীন।
তুমি ছিলে, তুমি আছ, আমি অহরহ
তোমারে পাইব পুত্র। সন্তান বিরহ
বড়ই কঠিন ব্যথা, বড় সে কঠিন!

১৬।১।১৪

(৫২)

সারানিশি কভু জাগি, কভু স্বপ্নাবেশে
অন্তরে বলেছি—কাল জন্মদিন তার,
কি দিব তাহারে আমি ? কোন উপহার
পৌঁছিবে সময় মত সেই দূরদেশে ?
যদি আগেকার মত দাঁড়ায় সে এসে
আমার আসন পার্শ্বে, করি নমস্কার,
বুকে টেনে নম্র শির, চুমি বার বার
আটটি মাসের ব্যথা ভুলিব নিমেষে।

স্বপ্নে হায় তোর সাথে হ'লনা সাক্ষাৎ,
জাগিয়া হেরিনু তোরে বুকের মাঝার ;
ফিরে এসেছিল দুই প্রসারিত হাত,
না পেয়ে সে নত শির, ঘন কেশ ভার ;
সেই দুই হাত জুড়ি বুকের উপর,
"বাছার কল্যাণ হোক", মাগিলাম বর।

১৬।১।১৪

(৫৩)

"বাছার কল্যাণ হোক্"—জাগ্রতে স্বপনে
গত রাত্রে শতবার বলেছি কেবল,
তাই আজ সুপ্রভাতে মনে এল বল,
তাই এ জাগিল চিন্তা আজি শুভক্ষণে,
"আমার এ নিদারুণ বেদনার সনে
হয়তো বা বাঁধা আছে তাহার মঙ্গল"
আমি আজ ফেলিবনা নয়নের জল—
কি কল্যাণ আমি তাহা জানিব কেমনে?"

তোমার মঙ্গল মাগি পদে বিধাতার
বাহিরিনু জীর্ণোদ্যানে, আনিলাম তুলে
আঁচল ভরিয়া ফুল, গাঁথিলাম হার
শীতল-শিশির-স্নাত, শুভ্র কুন্দ-ফুলে;
শুভদিনে স্নেহদান রাখিলাম ধীরে,
যেথা তব ছবিখানি লম্বিত প্রাচীরে।

১৬।১।১৪

(৫৪)

আজো আছে মালাগাছি ছবিখানি ঘিরে,
আজো তার বর্ণ শুভ্র, গন্ধ স্নিগ্ধতর,
আজ একটুও নাহি ছিল অবসর
বাহিরি তুলি যে ফুল, মালা গাঁথি ফিরে।
মাঘের চতুর্থ দিন, আজ আমি কিরে
কিছুই দিবনা তোরে? খুঁজিয়া অন্তর
এনেছি একটি গীত, মালা করি ধর
সেই টুকু কণ্ঠে তোর, শুনা জননীরে।

"এ জগতে যত দুঃখ, যত আছে সুখ,
সব আসি ভরে দেছে জননীর প্রাণ,
বেদনায় জন্ম লভি আনন্দ জাগায়
কোন মন্ত্রে, ভাষাহীন সন্তানের মুখ?
তারে শুনাবার তরে জেগে ওঠে গান,
তাহার হাসির সাথে বিশ্ব হেসে চায়।"

১৭।১।১৪

(৫৫)

অতিথি সে এসেছিল বেলা দ্বিপ্রহরে,
স্নাতদেহে গেহে মোর করিল প্রবেশ,
সুধাতে ছিলনা মনে কোথা তার দেশ,
কোন কাজে এসেছিল, কদিনের তরে।
আঁখি তার চেয়েছিল একান্ত নির্ভরে
করি মোর স্নেহ ভিক্ষা, ভুলি সর্ব্বক্লেশ
উঠিয়া আসন দিনু, যতনে অশেষ
যোগাইনু পানাহার যা আছিল ঘরে।

বাহিরের রৌদ্র যেন জ্যোৎস্নারূপ ধরি
পশিল তাহারি সাথে পাতার কুটীরে,
বায়ু শুভ্র কুসুমের গন্ধে স্নান করি
এল সে বিমল মুখ চুমিবারে ধীরে।
সুখাবেশে সে সুবাসে ঘুমাইনু যবে,
কোথা যাবে না জানায়ে গেল সে নীরবে।

(৫৬)

গেওনা আমার কাছে উদাসীর গীত—
"ভাই বন্ধু দারা সুত কেহ কারো নয়,
দুদিনের দেখা শুনা পথে পরিচয়।"
মিলন-পিপাসু প্রাণ, বিচ্ছেদে ব্যথিত,
নাহি দেয় সায় তাহে। কি সাধিবে হিত
ভাঙ্গিয়া স্নেহের স্বপ্ন?—স্বপ্ন যদি হয়
মাতার মাতৃত্ব, হায় কোথা তবে রয়
বিশ্বজননীর স্নেহে বিশ্বাস নিশ্চিত?

হয় হোক পথে দেখা। এক পথ ধরি
যাত্রিদল চলে যবে তীর্থ অভিমুখ,
পথেই কি শেষ দেখা? সুখ-দুঃখ-ময়
পথ সে ফুরায় যবে, এক দুই করি,
আগে, পিছে, দেবালয়-প্রবেশ-উৎসুক
কারো সাথে কারো দেখা ঘটিবে নিশ্চয়।

২৫।২।১৪

(৫৭)

ফুল তুলিবারে গিয়া, কিহেতু জানিনা,
প্রথম চয়ন মোর দিই তোর হাতে,
মনে মনে। গন্ধরাজ গোধূলির সাথে
প্রথম হাসিল যেটি, তোর বুকে বিনা
কোথা বা সাজিত হেন? পত্রচ্ছায়হীনা
প্রথম যে ভূঁইচাঁপা বাসন্ত প্রভাতে
দেখা দিল, দিনু তোরে। লিখিয়াছে তাতে
জীবনের আশামন্ত্র পৃথ্বী সুকঠিনা।—

"মাতৃস্নেহে ভরা ধরা, কঠিনতা তার
কেবল কৌতুক, লীলা, শুধু অভিনয়;
মৃত্যু সেও ঢেকে রাখে জীবনের মূল
নিরাপদে বর্ম্মসম। হিমানীর ভয়
কেটে গেলে সুবসন্তে হেরিবে আবার
বর্ণ-গন্ধ-ভরা ফুল, নাহি তার ভুল।"

(৫৮)

গিয়াছে বারটি মাস, এক দুই করি,
আজ সে দুঃখের দিন, মরণ নিঠূর
মার কোল হ'তে তোরে লয়ে গেল দূর
দেব-দেশে। সে দিনের সে বিদায় স্মরি
আবার উঠিছে প্রাণ বেদনায় ভরি;
তার মাঝে কাণে বাজে কোমল মধুর
'কিছু ভয় নাই' বাণী। প্রাণ পরিপূর
করি সে অমৃতরসে, আমি ধৈর্য্য ধরি।

নহে শুধু মৃত্যু-দিন, বাছারে আমার,
মোদের এ ঘর হতে পুণ্যতর লোকে
যে দিন জনম পেলে, জীবনেতে নব,
সেই পুণ্য দিনে কেন অশ্রু উপহার
দিব তোরে, আর্দ্র করি আমাদের শোকে?
হে নির্ভীক, ধন্য হোক জন্মদিন তব।

৩।৫।১৪